আগামীকাল শুরু হচ্ছে ছেউড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব

আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ৩ দিন ব্যাপী শুরু হচ্ছে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ-এর ১৩৪তম তিরোধান স্মরণে তিন দিনের স্মরণোৎসব।

কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এর তিরোধান দিবস উপলক্ষে ইতোমধ্যেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় লালন একাডেমির আয়োজনে এই আয়োজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

তিন দিনের এই স্মরণোৎসবকে ঘিরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে মাজার প্রাঙ্গণ। কালী নদীর পাড়ের বিশাল মাঠ জুড়ে চলছে মূল মঞ্চসহ গ্রামীণ মেলার স্টল তৈরির কাজও শেষ হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে থেকেই হাজারো ভক্ত-অনুসারীরা দূর দূরান্ত থেকে আসতে শুরু করেছেন। লালন মেলা উপলক্ষ্যে আখড়াবাড়িতে হাজারো ভক্ত-অনুসারীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। একাডেমির নিচে এবং আশেপাশের এলাকাসহ লালন আঁখড়াবাড়িতে সমবেত হচ্ছেন সাধু ভক্ত-অনুসারীরা।

একদিকে, বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সাধু-গুরুরা তাদের শিষ্যের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে মত্ত থাকছেন। অন্যদিকে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একতারা আর ঢোল বাজিয়ে সাঁইজীর মরমী সংগিত পরিবেশন করছেন। দিনরাত গান ছাড়াও তারা লালন ফকিরের বাণী নিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। অনেকে আবার লালনের মত ও পথের দীক্ষা নিচ্ছেন। আর এ মেলা দেখতে আসছেন হাজারো মানুষ।

এক কথায় উৎসব শুরুর আগেই নদীর পাড়ঘেঁষে গুরুশিষ্য, ভক্ত-অনুসারী আর দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়েছে প্রাঙ্গণ।

লালন ভক্ত ও অনুসারীরা জানান, প্রতিবারই লালন মেলায় লাখ লাখ মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়। এবার মেলা শুরুর এক সপ্তাহ আগে থেকেই দূরদূরান্ত থেকে হাজারো ভক্তরা এসেছেন। যতই সময় পার হচ্ছে ততই ভিড় বাড়ছে।

ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে।

উল্লেখ্য, মরমী সাধক ফকির লালন শাহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ছেঁউড়িয়া গ্রামে ১৮৯০ সালের ১ কার্তিক মারা যান। পরবর্তী সময়ে লালন স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছরই নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের কাঙ্খিত এ উৎসব পালন করা হয়। সাঁইজির স্মরণে দিবসটি ঘিরে তিন দিনের অনুষ্ঠান হয় আখড়াবাড়িতে।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় এক দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসবের উদ্বোধন

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, লালন ছিলেন নির্ভেজাল একজন ধার্মিক মানুষ।

লালন শাহের চিন্তা, চেতনা ও উন্নত দর্শন ছিলো মানবতার জন্য, সমাজের জন্য এবং দেশের জন্য। লালন শাহ ছিলেন মানবতাবাদী, সুফি সাধক। তিনি অসাধারণ, অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন।

আজ রবিবার (২৪ মার্চ) বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় আধ্যাত্মিক সাধক ফকির লালন শাহের একাডেমি মিলনায়তনে এক দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, একসময় যে সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ছিলো, ধর্মের গোড়ামি ছিলো আমরা তা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আবারো আমরা সেই সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যে সমাজের বিরুদ্ধে জাতির পিতা লড়াই করেছিলেন।

তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছিলেন, ধর্ম যার যার, আমরা মানুষ হবো সবার। সেই কথাগুলো লালনও বলেছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনের সঙ্গে লালনের দর্শনের

অদ্ভুত মিল আমরা খুঁজে পাই। লালনের বাণী ও দর্শন সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। লালনের দর্শন ধারণ করে আমাদের সোনার মানুষ হতে হবে, সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, আজকে আমাদের সমাজে চরম নৈতিকতার অবক্ষয়। মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ, আস্থা নেই। মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও সততা আস্তে আস্তে শেষ প্রান্তে চলে এসেছে।

হানিফ বলেন, লালন শাহের যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ছিলো না কিন্তু অথচ সেই মানুষটি মানুষের বিবেক জাগ্রত করার জন্য অসংখ্য বাণী দিয়ে গেছেন। প্রতি বছর লালন স্মরণোৎসব ও তিরোধান দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লালন শাহের জীবন ও বাণী নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, লালনের গান-বাজনা হয়। বাস্তবে আমরা কতটুকু ধারণ করতে পারছি?

তিনি বলেন, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ সকল ধর্মের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে সদা সত্য পথে চলতে মানুষকে মানবতাবাদীর পথে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি অহিংস মানবতার ব্রত নিয়ে দেহতত্ব, ভাবতত্ব, গুরুতত্বসহ অসংখ্য গান সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর এই অমর সৃষ্টি সঙ্গীত কোন ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

হানিফ আরও বলেন, হানাহানির এই পৃথিবীতে যে অশান্তি চলছে। অসম প্রতিযোগীতার এই সময়ে বাউল লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সুফীবাদ ও বাউলতত্বকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে মনে হবে আমরা সহজভাবে আমাদের জীবনযাপন করতে পারবো। আর তাই বিশ্বময় এই হানাহানির যুগে লালনের অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে শান্তিময় এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এসময় তিনি লালনের এই মতদার্শ ও ভাববাদ মানুষকে সহজ সরল পথে চলতে লালনের অমীয় বাণী সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লালন একাডেমির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং লালন একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক এ্যাড. লালিম হক।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী)

আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের ফুল দিয়ে এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় এবং একতারা উপহার দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, পবিত্র মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবারের লালন স্বরণোৎসব-২০২৪ রমজান মাসে হওয়ার কারণে শুধুমাত্র একদিন আলোচনার মধ্যে (বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও লালন স্বরণোৎসব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা বন্ধ রয়েছে। তবে বাউল সাধু ও অনুসারীরা তাদের গুরুকার্য চালিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, বাউল সম্রাট লালন শাহ তার জীবদ্দশায় ছেঁউড়িয়ার এই আখড়াবাড়িতে প্রতি বছর চৈত্রের দোল পূর্ণিমা রাতে বাউলদের নিয়ে সাধু সঙ্গ উৎসব করতেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পহেলা কার্তিক তার মৃত্যুর পরও এ উৎসব চালিয়ে আসছে তার অনুসারীরা।

আজ ছেঁউড়িয়ায় বসছে সাধুর হাট

বাউল সম্রাট ফকির লালনের ১৩২তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান ও লালন মেলা।

দমানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ শ্লোগান নিয়ে আজ সোমবার (১৭ অক্টোবর) থেকে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়া বাড়িতে শুরু হচ্ছে এ লালন মেলা। ১৯ অক্টোবর শেষ হবে এ অনুষ্ঠানের। তবে এর আগেই মনের টানে চলে এসেছেন সাধু-বাউল-ভক্তরা। লালনের গানে গানে প্রচার করছেন তার মানব দর্শনের। গুরু-শিষ্যর মিলনের এই ক্ষণ যতটা দীর্ঘ করা যায় সেই লক্ষ্যে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই চলে আসেন তারা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আয়োজনে এ তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষে আখড়া বাড়িতে সকল প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে।

সত্য ও সু-পথের সন্ধানে মানবতার দীক্ষা নিতে ইতোমধ্যেই আত্মার

টানে দেশ-বিদেশের সাধুগুরু ও ভক্তরা দলে দলে এসে আসন গেড়েছেন সাঁইজির (লালন শাহ) মাজারে। মূল উৎসব শুরু হওয়ার আগেই আখড়ায় আসা বাউল সাধকরা মাজারের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে গেয়ে চলেছেন সাঁইজির আধ্যাত্মিক মর্মবাণী। কুষ্টিয়া পরিণত হয়েছে উৎসবের শহরে।

সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি তিনদিন ব্যাপী লালন মেলার উদ্বোধন করবেন।

তিরোধান দিবস উপলক্ষে লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গনে বসেছে সাধুদের হাট। কালিগঙ্গার ভরাট জায়গায় হরেক রকমের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসছেন ব্যবসায়ীরা। মেলায় থাকছে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, জিলাপিসহ নাগরদোলা ও আসবাবপত্রের দোকান।

আখড়াবাড়ি চত্বর ও আশে পাশে লালন ভক্তরা আসন গেঁড়ে বসেছেন। তাদের মুখে মুখে সাঁইজির বাণী। লালন একাডেমির শিল্পী শিরীন আক্তার বলেন, ‘লালনের গান বিভিন্নভাবে ও মিউজিক দিয়েও গাওয়া হচ্ছে। লালনের প্রকৃত সুর ধরে রাখার চেষ্টা করছি।’

তিনদিন ধরে লালনের গানের আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরা হবে তার সুরেই। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (পহেলা কার্তিক) লালনের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর ভক্তরা এ ধারা অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবছরই লালনের তিরোধান দিবসে বাউলভক্ত সাধু-গুরুরা আখড়াবাড়িতে চলে আসে কয়েকদিন আগেই। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লালনের জাতহীন মানবধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার জীবনকর্ম, ধর্ম-দর্শন, মরমি সংগীত ও চিন্তা-চেতনা থেকে শিক্ষা নিতে দাওয়াতপত্র ছাড়াই দিনক্ষণ ঠিক রেখে এবারও সাঁইজির ধামে ছুটে এসেছে ভক্ত, অনুসারী, দর্শনার্থীরা।

লালন একাডেমির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ফকির লালন শাহের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এবার তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম জানান, সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি অনুষ্ঠানস্থলে থাকছে র্যাব ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ।

লালন একাডেমির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সেলিম হক বলেন, ‘ফকির লালন জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমায় সাধু-ফকিরদের একত্রিত করে উৎসব করতেন। দিনরাত গান আর গুরু-শিষ্যের পরম্পরা চলত। ২০০ বছরের সেই রেওয়াজ এখনো আছে। এর সঙ্গে ১৩২ বছর ধরে তিরোধান দিবস পালন করা হচ্ছে। এটিও একই আদলে।

সাঁইজির বারামখানায় বসেছে ভবের হাট। ‘এসব আয়োজনে কোনো দাওয়াতের দরকার হয় না, দিনক্ষণ ঠিক রেখে আগেই সাঁইজির বারামখানায় চলে আসেন দেশ-বিদেশের সাধু-বাউল-ভক্তরা। বছরে দুটি বড় উৎসবের মাধ্যমে লালনের অসাম্প্রদায়িক দর্শন বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।’

ছেঁউড়িয়া লালন মাজারের খাদেম মহম্মদ আলী শাহ জানান, সাঁইজির তিরোধান দিবসে এ সময় আখড়াবাড়ি দেশ-বিদেশ থেকে আগত লাখো প্রাণের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রতিবছরের মতো এবারেও লালন ভক্তদের জন্য বিকালে অদিবাস, সকালে বাল্যসেবা ও দুপুরে পূর্ণসেবা ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির নির্মম অত্যাচার গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে যখন বিষিয়ে তুলেছিল, ঠিক সেই সময় সত্যের পথ ধরে, মানুষগুরুর দীক্ষা দিতেই সেদিন মানবতার পথ প্রদর্শক হিসাবে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের আবির্ভাব ঘটে কুমারখালির ছেঁউড়িয়াতে। লালনের জন্মস্থান নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও আজও অজানায় রয়ে গেছে তার জন্ম রহস্য।

লালন ছিলেন নিঃসন্তান। আর্থিক অসংগতির কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করে গেছেন। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ভোরে এই মরমী সাধক বাউল সম্রাট দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর সাধন-ভজনের ঘরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।